তারেক রহমানের প্রত্যাবর্তন গণতন্ত্রের নতুন অধ্যায়: নাহিদ ইসলাম

সংগৃহীত ছবি

দীর্ঘ ১৭ বছর পর বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমানের প্রত্যাবর্তনকে বাংলাদেশের গণতান্ত্রিক আন্দোলনের ইতিবাচক ফল হিসেবে দেখছেন জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) আহ্বায়ক নাহিদ ইসলাম। তিনি বলেন, রাজনৈতিক ভিন্নমতের কারণে নিপীড়নের যুগ থেকে বেরিয়ে আসার প্রক্রিয়ারই প্রতিফলন এটি।

বৃহস্পতিবার (২৫ ডিসেম্বর) নিজের ভেরিফায়েড ফেসবুক পেজে দেওয়া এক পোস্টে নাহিদ ইসলাম তারেক রহমানের দেশে ফেরাকে বর্তমান রাজনৈতিক বাস্তবতার গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা হিসেবে উল্লেখ করেন।

পোস্টে তিনি লেখেন, রাজনৈতিক মতপার্থক্যের কারণে তারেক রহমান ও তাঁর পরিবার দীর্ঘদিন রাষ্ট্রীয় নিপীড়নের শিকার হয়েছেন এবং বাধ্য হয়ে নির্বাসিত জীবন কাটাতে হয়েছে। সাম্প্রতিক গণঅভ্যুত্থান ও অসংখ্য মানুষের আত্মত্যাগের মধ্য দিয়েই এমন একটি পরিবেশ তৈরি হয়েছে, যেখানে তিনি আবার স্বদেশে ফিরতে পেরেছেন।

নাহিদ ইসলাম বলেন, এনসিপি একটি গণতান্ত্রিক বাংলাদেশ চায়—যেখানে ভবিষ্যতে ভিন্নমতের জন্য কোনো রাজনৈতিক নেতাকে রাষ্ট্রীয় দমন-পীড়নের মুখে পড়তে হবে না। দীর্ঘ সময় ধরে অবরুদ্ধ থাকা রাজনৈতিক পরিসর ভেঙে আইনের শাসন ও নাগরিক অধিকারের ভিত্তিতে একটি নতুন পথচলার কথাও তুলে ধরেন তিনি।

তার মতে, তারেক রহমানের প্রত্যাবর্তন দেশের বহুদলীয় গণতান্ত্রিক চর্চাকে আরও শক্তিশালী করতে পারে। নতুন রাজনৈতিক বাস্তবতায় পারস্পরিক সহাবস্থান, সহনশীলতা ও সুস্থ প্রতিযোগিতার সংস্কৃতি গড়ে তোলাই এখন সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ।

পোস্টের শেষাংশে নাহিদ ইসলাম তারেক রহমানকে স্বাগত জানিয়ে বলেন, দেশের গণতান্ত্রিক ভবিষ্যৎ নির্মাণে তাঁর অংশগ্রহণ যেন কার্যকর ও ইতিবাচক ভূমিকা রাখে এটাই প্রত্যাশা।